

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৭০

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرقاق)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

الفصل الأول

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ
الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

متفق عليه ، رواه البخارى (6446) و مسلم (1051 / 120) ، (2420) -
(مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

বাংলা

৫১৭০-[১৬] আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: সম্পদের প্রাচুর্যতা ধনাড়তা
নয় বরং প্রকৃত ধনাড়তা অন্তরের ধনাড়তা। (বুখারী ও মুসলিম)

ফুটনোট

সহীহ : বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১২০-(১০৫১), তিরমিয়ী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, মুসনাদে আহমাদ ৯৬৪৫,
সহীলুল জামি' ৫৩৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ৮২৫, আবু ইয়া'লা ৩০৭৯, সহীহ ইবনু হিবান ৬৭৯,
শুআবুল স্টামান ১০৩৪২, আল মু'জামুল আওসাত্ত ৭২৭৪।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা (الْعَرَضُ) শব্দটি যদি উল্লেখিত হাদীসে (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ
الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ) : 'হরকত' যোগে পড়া হয় তবে অর্থ হবে টাকা-পয়সা যাবতীয় সম্পদ। আর 'সাকীন' যোগে পড়া হলে অর্থ হবে
টাকা-পয়সা ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পদ।

আবু ‘উবায়দ (রহিমাহল্লাহ) বলেন, (الْعَرَضُ) হলো সব ধরনের ভোগ্য সামগ্রী। তবে জীবজন্তু জমি জমা আর এ সমস্ত বস্তু যেগুলো ওয়ন বা পরিমাপ করা যায় না এগুলো (الْعَرَضُ) -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আবু ‘উবায়দ (রহিমাহল্লাহ) বলেন : প্রকৃত ধনী অধিক সম্পদ থাকলেই হওয়া যায় না। কারণ অধিকাংশ সম্পদশালী লোক তাদের সম্পদে আত্মতৃষ্ণ হতে পারে না। সম্পদের প্রতি চরম মোহ থাকায় আরো বেশি সম্পদশালী হবার জন্য চেষ্টা চালায়। এজন্য সে সম্পদশালী হয়েও ফকীর থেকে যায়। তার স্বতাব ফকীরদের মতো ভিক্ষুক।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা যাই হোক সে যদি প্রশস্ত মনের অধিকারী হয় এবং অন্নেই তার মন থেকে অভাব দূর হয় তবে সেই হবে প্রকৃত ধনী। কারণ সে ভিক্ষুকের মতো মনের মধ্যে আরো বেশি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না।

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহল্লাহ) বলেন : মনের প্রাচুর্যতাই হলো প্রশংসনীয় মহান এবং উপকারী ধনী।

ইবনু হাজার ‘আসকালানী (রহিমাহল্লাহ) বলেন, মনের ধনাট্যতা অর্জন হয় অন্তর তথা কলবের ধনাট্যতা থেকে। অর্থাৎ সে সকল বিষয়ে তার রবের মুখাপেক্ষী হবে। আর সে নিশ্চিতভাবে জানবে যে তার রবই তাকে দান করে থাকেন। আর না দিলেও তিনি দেন না। বিধায় তার রবের ফায়সালার উপর সে রাজি খুশি থাকে। তাই নিআমাত পেয়ে সে তার রবের শুকরিয়া আদায় করে। আর বিপদে পতিত হয়ে সে তার রবেরই অভিমুখী হয়। অতএব রবের মুখাপেক্ষিতাই তাকে অন্যের দ্বারা হওয়া থেকে যথেষ্ট করে দেয়। (মিকাতুল মাফাতীহ, ফাতুল বারী ১১শ খণ্ড, হা, ৬৪৪৬)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি □ বর্ণনাকারীঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=85150>

১ হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন